৩০ এপ্রিল ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধানঃ বিয়ের জন্য নির্ধারিত বয়সের অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করছে

"বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের সফলতা এবং প্রতিবন্ধকতার তথ্যপ্রমান সমুহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে তা প্রয়োজন অনুসারে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করাই যথেষ্ঠ নয়, বরং আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রচলিত আইন ও নীতিমালাসমূহ, বাল্যবিবাহ নিরোধ ও সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সুবিধাসমূহ (যেমন- গুরুত্বপূর্ণ হটলাইন,মোবাইল এ্যাপস, বিভিন্ন কর্মসুচী) সম্পর্কে জনগণ সঠিকভাবে জানতে পারে এবং সহায়তার জন্য কোথায় যেতে হবে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়" রাশেদা কে চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-প্রামানিক তথ্য এবং প্রেক্ষাপট" বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠকে সভাপতি হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেন।

আজ ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ইং যুক্তরাজ্যের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ায় মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতায় পপুলেশন কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ডেইলি স্টার কনফারেন্স হলে এই বৈঠকের আয়োজন করে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কিশোরীরাদের বয়ঃসন্ধি শুরু হওয়ার পর থেকেই বিয়ের জন্য প্রচণ্ড সামাজিক চাপের সম্মুখীন হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব নারীরা বাল্যবিবাহের

শিকার হয়েছে শুধুমাত্র তাদের উপরই না বরং পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের উপরও বাল্যবিবাহের বিরূপ প্রভাব পড়ে। কিন্তু এ সমস্যার মোকাবেলার সবচেয়ে সাশ্রয়ী কৌশল সম্পর্কে নীতিনির্ধারক এবং

গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়ে গেছে। প্রায় ৯০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সংসদ বাল্যবিবাহ সীমাবদ্ধের জন্য একটি নতুন আইন অনুমোদন করেছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী যেসব প্রাপ্তবয়স্ক বাল্যবিবাহে নিয়োজিত থাকবে বা সাহায্য করবে, তাদের জন্য শাস্তি বর্ধন করেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এর জন্য একটি ' বিশেষ বিধান ' চালু করেছে যেখানে আদালত 'শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ' বিবেচনা করে বিবাহের নিয়ম করেছে।

এই সম্মেলনে বাল্যবিবাহের নতুন আইন পাশের পরবর্তীতে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তথ্য এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের প্রভাব বিষয়ে উপস্থাপন করেন জাকি ওহাজ, সহযোগী অধ্যাপক, কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিঃ নিয়াজ আসাদুল্লাহ, অধ্যাপক, মালয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া সারা হোসেন, অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট এবং ডঃ সাজেদা আমিন, জ্যেষ্ঠ সহযোগী, পপুলেশন কাউন্সিল তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বিশেষজ্ঞ, গবেষকসহ অংশগ্রহণকারীরা মাঠ থেকে পাওয়া নতুন তথ্য প্রমাণসমূহ মূল্যায়ণ করেন এবং বাল্যবিবাহ রোধে নিয়োজিত নীতিনির্ধারক এবং সংস্থাসমুহের জন্য সম্ভাব্য ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা বিশ্লেষণ করেন পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেন।

বার্তা প্রেরক

আসমা উল হোসনা

কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট

ইমেইল: asma@blast.org.bd